টিভি চ্যানেল গজাচ্ছে মাশরুমের মতো

ইন্দ্রনীল কারিগর

বাংলাদেশে আরো টেলিভিশন আসছে। বিটিভি, এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই এবং এনটিভি- এই চারটি চ্যানেলের পর আরো আসছে চ্যানেল ওয়ান, আরটিভি, বাংলাভিশন এবং বৈশাখী। সরকার আসতে দিচ্ছে না সবচেয়ে সম্ভাবনাময় একুশে টেলিভিশনকে। বাংলাদেশে টেলিভিশন চ্যানেল গজাচ্ছে মাশরুমের মতো। একমাত্র একুশে টেলিভিশন বাদে বাকি সবগুলোই আসছে রাজনৈতিক পুতুল হয়ে। কারণ যাদের অনুমোদন দেয়া হচ্ছে চ্যানেল চালু করার জন্য, তারা সবাই ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। ফলে সচেতন দর্শক আসন্ন কোনো টেলিভিশনকেই সমাজের, দেশের কিংবা গণমাধ্যম হিসেবে দেখছেন না বা দেখতে চাইছেন না। তারা দেখছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত প্রচারযন্ত্র হিসেবে। এসব টেলিভিশন যাত্রার শুরুতে যতোই নিরপেক্ষতার কথা বলুক, আগামী জাতীয় নির্বাচনের সময় প্রমাণিত হবে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।

আমাদের এই টানাপড়েনের দেশে একটি সামাজিক দায়বদ্ধ, নিরপক্ষে টেলিভিশনের রোল মডেল কী হতে পারে তার একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি একুশে টেলিভিশন দেশের জনগণকে জানান দিয়েছে। ফলে একটি টেলিভিশনের যথার্থ ভূমিকা নিয়ে মূল্যায়ন করতে আমাদের দেশের দর্শক সবসময় সচেতন।

অধিক জনসংখ্যার দরিদ্র বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিনিয়োগ ক্ষেত্রের চিত্র একেবারে উল্টো। এ দেশে একটি টেলিভিশন চ্যানেলের জন্য বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে দেশীয় পুঁজিপতির কোনো অভাব না থাকলেও রয়েছে মেধাবী ও দক্ষ জনশক্তির অভাব। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ক্ষেত্রে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, এ খাতের বিনিয়োগে যেমন রাজনৈতিক যোগসূত্র রয়েছে, তেমনি রয়েছে টাকা কমানো উদ্দেশ্য আর অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য হিসেবে রয়েছে সামাজিক ক্ষমতায়ন এবং অবস্থান সুসংহত করা।

এসব কারণেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক পুঁজিপতিরা আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, সর্বোপরি পলিটিক্যাল ভ্যাঞ্চার তো রয়েছেই। সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের টেলিভিশনসমূহ ক্রমশ রাজনৈতিক সেবা প্রদানের যন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। ক্ষমতাসীন দলকে তথ্যসেবা (বিকৃত, মিথ্যা) দিয়ে খুশি করার প্রতিযোগিতা চলছে। ফলে ক্রমশই চরিত্র হারাচ্ছে গণমাধ্যম।

লক্ষ্য করার মতো একটি ঘটনা ঘটছে রাজনৈতিক আশীর্বাদপুষ্ট আসন্ন চ্যানেলগুলোতে। চ্যানেলগুলো কেমন হবে? এসব ধারণায় বলা হচ্ছে, 'ফুটোহীন ছাদ' কিংবা 'হাইটেক' হবে। বলা হচ্ছে না প্রকৃত অর্থেই এটি গণমাধ্যম হয়ে উঠবে। 'ফুটোহীন ছাদ' বলতে মূলত রাজনৈতিক দিক ইঙ্গিত করা হচ্ছে। যেমন লাইসেন্সপ্রাপ্তিতে কোনো ঝামেলা নেই, যা পরবর্তী সময়ে সরকার পরিবর্তন হয়ে অন্য দল এলেও টেলিভিশনটি বন্ধ করা যাবে না। যদিও এ কথা সত্য প্রমাণিত হবে না। কারণ নতুন অনুমতি দেয়া কোনো টেলিভিশনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা মানা হয়নি বলেই শোনা যায়। 'হাইটেক' বলতে বোঝাতে চাইছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা। এটি সম্ভব বাংলাদেশে। কারণ আমাদের দেশীয় পুঁজিপতিদের হাতে অনেক অর্থ রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো কেউ বলছেন না বা ভাবছেন না যে, একটি টেলিভিশনের বেড়ে ওঠার পেছনে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যাপক ভূমিকা রাখে। কিন্তু তারচেয়েও ব্যাপক ভূমিকা রাখে মেধাবী নির্মাতা, কলাকুশলী এবং সাংবাদিকরা। নতুন টেলিভিশনগুলোতে দেখা যাচ্ছে তাদের নিয়োগ পদ্ধতিতে রাজনীতি একটি পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষ নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে।

যেসব টেলিভিশন আসছে সেগুলোর স্থায়িত্ব কেমন হবে? এ প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক। রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবস্থান নতজানু হবে কিংবা বন্ধ হয়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, তাহলে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিনিয়োগ হচ্ছে কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে, যেসব বিনিয়োগ হচ্ছে তার সবই রাজনৈতিক বিনিয়োগ। অর্থাৎ ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সূদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনা। ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য সমাজে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার আরো ব্যাপক রাজনৈতিক ব্যবহার কিংবা যারা টেলিভিশনে বিনিয়োগ করছেন তারা সবাই রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত থাকায় ক্ষমতার অন্ধত্বে ভাবছেন, আবার তারা ক্ষমতায় থাকবেন। ফলে নতুন টেলিভিশনে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে ক্ষমতার মোহ এবং বাস্তবতার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

বাংলাদেশে আরেকটি প্রবণতা লক্ষণীয় যে, রাজনীতিবিদরা সরাসরি মিডিয়া বিনিয়োগে যুক্ত হচ্ছেন। এর উদাহরণ এনটিভি হতে পারে। এনটিভি খুব অল্প সময়েই দর্শকের কাছে একটি ভালো স্থান দখল করে নিয়েছে পুরোপুরি পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। ফলে ক্ষমতাসীন অন্য রাজনীতিবিদদের কাছে এনটিভি একটি মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এতে আর্থিক আয় খুবই ভালো এবং সামাজিক ক্ষমতায়ন অত্যন্ত সুসংহত, যা রাজনীতিতে উপরে ওঠার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এ কারণেই হয়তো রাজনীতিবিদরা ঝুঁকছেন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিনিয়োগে। এনটিভির বাণিজ্যিক সফলতার কারণেই আরেকটি স্যাটেলাইট চ্যানেল আরটিভি শুরু হতে যাচ্ছে। এটি

অবশ্যই বাংলাদেশে মিডিয়ায় বিনিয়োগের ইতিবাচক গতি-প্রকৃতির ইঙ্গিত দেয়। ইতিমধ্যে এনটিভি ব্যবস্থাপনা আরো দক্ষতা অর্জন করেছে বলেই দ্বিতীয় চ্যানেলে হাত দিয়েছে। বলা বাহুল্য, এনটিভির রয়েছে সদ্য বন্ধ হওয়া একুশে টেলিভিশনের দক্ষ কর্মীবাহিনী, যার কারণে অল্প সময়েই সবকিছু জয় করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এ হিসাব এবং আরটিভির ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

চ্যানেল ওয়ান হবে দেশের প্রধানতম রাজনৈতিক চ্যানেল। ইমেজ সংকটে যার জন্ম হবে, সে নিজেকে কতোটুকু নিরপেক্ষ প্রমাণ করতে পারবে সেটা বিবেচ্য বিষয়। ফলে ধরেই নেয়া যায় তার পরিণতি রাজনৈতিক চ্যানেল হিসেবে। কোনো কোনো চ্যানেলের কাজ দ্রুতগতিতে চললেও বাংলা ভিশনের কাজ চলছে খুবই মন্থরগতিতে এবং বৈশাখী টেলিভিশনের কোনো তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। একটা বিষয় স্পষ্ট যে, চ্যানেল ওয়ানের রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে অন্যান্য চ্যানেল অনেকটা ম্লান। ফলে দর্শকের কাছে আর সব চ্যানেল কিছুটা হলেও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার ন্যূনতম সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজনৈতিক চতুরতার কারণেই একুশে টেলিভিশনের অনুমোদন মিলছে না। একুশে ক্রমশই সংগ্রামী এবং প্রথাবিরোধিতার চরিত্র পেয়ে যাচ্ছে, এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে দর্শকের আবেগ। একুশে টেলিভিশন পুনঃসম্প্রচারের অনুমোদন পেলে প্রকৃত অর্থে গণমাধ্যম হিসেবে বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ একুশের পুনঃসম্প্রচার আইনগত বৈধতা নিয়েই হবে, কোনো রাজনৈতিক অনুকম্পায় নয়। টিকে থাকার প্রশ্নে আসন্ন টেলিভিশনগুলোর মধ্যে একুশেই হবে একমাত্র টেকসই। কারণ দর্শকের কাছে প্রমাণ আছে, গণমাধ্যম একটি সমাজে তিনটি ভূমিকা পালন করে থাকে। এক. তথ্য সরবরাহ করা, দুই. বিনোদন দেয়া, তিন. জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা। এর সবগুলোই একুশে শুরু করেছিলো। তার পরের ঘটনা কারোরই অজানা নয়।

বাংলাদেশের আসন্ন টেলিভিশনগুলোর সামনে একটি জ্বলন্ত প্রশ্ন বাজারকে কেন্দ্র করে। বর্তমান চারটা এবং আসন্ন চার-পাঁচটা অর্থাৎ এতো টেলিভিশনের বাজার বণ্টন কীভাবে নির্ধারিত হবে? উত্তর খুবই সহজ। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সবকিছুই বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বাজার এর বাইরের কিছু নয়। প্রতিটি চ্যানেলকেই বাজার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে নিজেদের। এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক শক্তিনির্ভর না হয়ে মেধানির্ভর হওয়া। কারণ মুক্তবাজার অর্থনীতিতে একমাত্র সেটাই পারে সম্পূর্ণ পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গি দিতে।

এ সপ্তাহের ঢাকা

- **বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র :** বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে নিয়মিত আয়োজন করা হচ্ছে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর। এরই ধারাবাহিকতায় এ সপ্তাহে দেখানো হবে যে সব ছবি-

তারিখ ও সময়	ছবির নাম
৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা	বর্ন ইনটু ব্রোথেল্‌স: ক্যালকাটা'স রেডলাইট
৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা	দি ফিফথ এলিমেন্ট
১১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা	হিরোশিমা মন আমুর
১২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা	হিমালয়

- **গ্যালারি কায়া :** ২ সেপ্টেম্বর থেকে উত্তরার গ্যালারি কায়াতে শুরু হয়েছে সমকালীন ১০ শিল্পীর শিল্পকর্ম নিয়ে প্রদর্শনী। 'সমকাল-১' শিরোনামের প্রদর্শনীর শিল্পীরা হলেন- মনসুর উল করিম, রোকেয়া সুলতানা, শিশির ভট্টাচার্য্য, তরুণ ঘোষ, বিপুল শাহ প্রমুখ। প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে শিল্পীদের ৫৯টি শিল্পকর্ম। যার মধ্যে রয়েছে ভাস্কর্য, পেইন্টিং প্রভৃতি। প্রদর্শনী চলবে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।
- **মহিলা সমিতি :** ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মহিলা সমিতিতে মঞ্চস্থ হবে নাট্যতীর্থ প্রযোজিত নাটক 'কমলা সুন্দরী'।
- **ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার :** ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টারে দেখানো হচ্ছে ইন্ডিয়ান ছবি। এ সপ্তাহে যে সব ছবি দেখানো হবে তার মধ্যে রয়েছে-

তারিখ ও সময়	ছবির নাম
৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা	সাথিহারা
৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা	ওগো বধু সুন্দরী

- **শিল্পকলা একাডেমী :** ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় শিল্পকলা একাডেমীর এক্সপেরিমেন্টাল হলে মঞ্চস্থ হবে স্বরবীথি থিয়েটারের নাটক 'প্রথম ব্যক্তি'।

প্রথমবারের মতো ভার্সেটাইল শো

হারমনিয়মে গান গেয়েছেন আইয়ুব বাচ্চু

খুব শিগ্‌গিরই দর্শকপ্রিয় একুশে টেলিভিশনের দ্বিতীয় দফা সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। প্রথম যাত্রায় একুশে টেলিভিশন বাংলাদেশ তথা সারাবিশ্বের বাংলা ভাষা-ভাষী দর্শকদের যেমন প্রচন্ড নাড়া দিতে পেরেছিল, এবারও একুশে টিভি দর্শকদের চাহিদা পূরণ করবে মানসম্পন্ন এবং বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এই লক্ষ্যে একুশে টেলিভিশন নির্মাণ করেছে ভার্সেটাইল মিউজিক্যাল শো 'হারমনি'।

এই প্রথমবারের মতো এদেশের টিভি দর্শকরা একটি ভার্সেটাইল মিউজিক্যাল শো দেখতে পাবেন। যাতে প্রতি পর্বে দেশ সেরা একজন গায়ক বা গায়িকা গান গাইবেন এবং তিনি নিজেই পুরো অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করবেন। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, শিল্পী শুধু নিজের গানই গাইবেন না, তিনি আমাদের দেশ ও মাটির গান থেকে শুরু করে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার জনপ্রিয় সব গান গাইবেন। সেটা ইংরেজি থেকে শুরু করে স্প্যানিশ পর্যন্ত হবে। এর ফলে অনুষ্ঠানে যুক্ত হবে এক ভিন্ন মাত্রা। আর অনুষ্ঠানটিকে ভিন্ন একটা স্বাদ দেয়ার জন্য প্রতিটি পর্বেই তিনটি উচ্চ প্রযুক্তির ক্যামেরা দিয়ে লাইভ ধারণ করা হবে।

আফরাদ আহমেদ রনীর পরিচালনায় সম্প্রতি ধারণকৃত ভার্সেটাইল মিউজিক্যাল শো 'হারমনি'র প্রথম পর্বে গান করলেন আইয়ুব বাচ্চু। গানের মাঝে মাঝে আইয়ুব বাচ্চু ছোট ছোট কথা দিয়ে পুরো অনুষ্ঠানে একটা আবহ তৈরি করেছেন। অনুষ্ঠানে তিনি গাইলেন মাটির গান (কাঙালিনী সুফিয়ার একটি গান), ভালোবাসার গান, সেই সঙ্গে ব্লুজ ও ইংরেজি গান। প্রযোজনা সূত্রে জানা যায় আইয়ুব বাচ্চুর দুর্দান্ত পারফর্মেন্স দর্শকদের ভালো লাগবে।

বন্ধের তিন বছর

২৯ আগস্ট দেশের জনপ্রিয় টেরিস্টরিয়াল টেলিভিশন একুশে টেলিভিশনের সম্প্রচার বন্ধের তিন বছর। দিনটি উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে শেরাটন হোটেলের টপ অব দ্য পার্কে দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক

ইটিভি বন্ধের কারণে প্রতিবাদ র্যালি

পত্রিকার সম্পাদকদের সঙ্গে মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। মত বিনিময় সভায় উপস্থিত বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকরা খোলামেলা মত বিনিময় করেন। উপস্থিত সম্পাদক ও সাংবাদিকবৃন্দ একুশে টেলিভিশন সত্বর চালু হওয়ার ব্যাপারে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। সভায় একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম অতি দ্রুত একুশে টেলিভিশনের পুনঃ সম্প্রচারের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি এর সম্পর্কিত সকল জটিলতা দ্রুত নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি আরও জানান যে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মত সরকার ১১ এপ্রিল ২০05 একুশে টেলিভিশনকে পুনঃসম্প্রচারের লক্ষ্যে লাইসেন্স প্রদান করেন। দীর্ঘ প্রায় ৫ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও অদ্যাবধি BTRC তরঙ্গ বরাদ্দ করছে না।

সভায় উপস্থিত ছিলেন- দৈনিক ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রাহাত খান, বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, দৈনিক সমকালের সম্পাদক গোলাম সারওয়ার, মানবজমিনের সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, দৈনিক ইনডিপেন্ডেন্টের খলিলুর রহমান, দৈনিক সংবাদের প্রধান বার্তা সম্পাদক মনজুরুল আহসান বুলবুল, দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত ও একুশে টেলিভিশনের পক্ষে অনুষ্ঠান পরিচালক আতিকুল হক চৌধুরী, কমিশনিং এডিটর সাগর দীপা গুহ রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে খালিদ মাহমুদ মিঠু পরিচালিত দেশের গান ও প্রণব সাহা নির্মিত 'আজও একুশে আপনার টেলিভিশন' প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শিত হয়। এদিকে সকালে একুশে টেলিভিশনের মুক্ত খবরের শিশু সাংবাদিকরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একুশে টেলিভিশনকে দ্রুত সুনির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দের জন্য স্মারকলিপি প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন প্রশাসন প্রধান সুলতান মাহমুদ। বিকেলে পুনরায় একুশে টেলিভিশনের জনপ্রিয় সংবাদ ভিত্তিক অনুষ্ঠান মুক্ত খবরের শিশু-কিশোর কিশোরীরা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত 'মুক্ত কর ভয়' শিরোনামে সম্প্রচার বন্ধের তিন বছর স্মরণে র্যালি বের করেন।

৫০ বছরে কথা সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন ৮ সেপ্টেম্বর জীবনের ৫০ বছরে পা রাখলেন। লেখাকের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এবার তার বন্ধু, পাঠক, শুভানুধ্যায়ীরা দিনটি বিশেষভাবে পালন করবে বলে জানা যায়। ৮ তারিখ লেখকের বন্ধুরা ঢাকা শেরাটন হোটেলে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। এতে থাকবে প্রিয় বন্ধুর স্মৃতিচারণসহ নানা আয়োজন। ৯ তারিখ বিকালে সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে পু¯—ক প্রকাশকরা আয়োজন করবে অনুষ্ঠান। আর ১০ সেপ্টেম্বর 'দৈনিক আমার দেশ'-এর পাঠক মেলা বিকেলে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আয়োজন করবে অনুষ্ঠান। এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন লেখকের জীবনের এই বিশেষ দিনটি উৎসবমুখরভাবে পালন করবে বলে জানা যায়। আলোচিত এই কথাসাহিত্যিকের সঙ্গে তার জীবনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কথা হলে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'কখন যে কিভাবে জীবনের ৫০টি বছর পেরিয়ে গেলো বুঝতেই পারিনি। অথচ এখনও অনেক কাজ বাকী। মনে হয় এখনও অনেক কিছু করার আছে। আগামী দিনগুলোতে যেন সেই অসমাপ্ত কাজগুলো করে যেতে পারি সেটা আমার চাওয়া।' ইমদাদুল হক মিলন আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এক ভিন্নমাত্রা যোগ করেছেন। এই আলোকিত লেখক আরো দীর্ঘ জীবন লাভ করবেন, সমৃদ্ধ করবেন তার প্রতিভার সমাজ সাহিত্যিকের এমন প্রত্যাশা সবার।

ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড

বাংলাদেশের বাইরে আয়োজিত সবচেয়ে বড় তারকা সম্মেলন 'ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড'-এর পরবর্তী অনুষ্ঠান ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হবে। আগামী বছরের ২ এপ্রিল, রোববার পঞ্চম ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। শো' টাইম এন্টারটেইনমেন্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রবাসের সফল শোবিজ ব্যক্তিত্ব আলমগীর খান আলম সম্প্রতি নিউইয়র্কে এ তথ্য জানান।

শো' টাইম বাংলাদেশী ফ্যাশন তারকা ও সঙ্গীত শিল্পীদের নিয়ে সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে আয়োজন করবে দুটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। 'ফেইম ২০০৫' শীর্ষক এ অনুষ্ঠানে ৫ জন সেরা গাইয়ে, ৮ জন মডেল তারকা ও ৩ জন সেরা বাদ্যযন্ত্রী যোগ দেবেন। লাইভ গানের সঙ্গে ফ্যাশন শো হবে এই প্রথমবারের মতো। আলমগীর খান আলম আরো জানান. সেরা সঙ্গীত তারকা ও মডেলদের পুরস্কৃতও করা হবে। অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজকদের শো' টাইমের অনুষ্ঠানের সময় কোনো কিছু করা থেকে বিরত থাকার বিনীত অনুরোধ জানান জনাব আলম। সাংবাদিক সম্মেলনে আলমগীর আলমকে সহযোগিতা করেন এলিন রহমান, বাহালুল হোসেন উজ্জল, শেখ মুকিত, পলাশ ও লেনিন।

আকবর হায়দার কিরণ

জ্যাম সেশন

৩০ আগস্ট সন্ধ্যায় দেশী এবং পশ্চিমা সঙ্গীতের অপূর্ব সমন্বয় ঘটে ব্রিটিশ কাউন্সিল অডিটোরিয়ামে। ব্রতীর উদ্যোগে জ্যাম সেশন ইস্ট মিটস ওয়েস্ট নামক এই কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হয়। বাঁশি, তবলা, গিটার, ড্রামস ও কি বোর্ডের সমন্বয়ে জ্যামিং যেটা হৃদি নামে পরিচিত। এতে বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে হামিং করেন ব্রিটিশ কন্যা জোয়ান কেম্প ও গ্যাব্রিয়েলা জেন ফেন্ড। এরপর শুরু হয় থিম বেইসড মিউজিক। এই সেশনের সঙ্গে গলা মেলার সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার মার্টিন কীটিং। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে গান গাইতে ওঠেন বাংলা ব্যান্ডের আনুশেহ আনাদিল। আনুশেহ প্রথমে বারো বছর বয়স্ক লোকমানের গান 'নদীর কূলের লাগি আমি কান্দি, আমার লাগি কেউ কান্দে না' গানটি গান। পরে লালন শাহের কানার হাটবাজার গানটিও করেন।

এরপর টানা দশ মিনিট চলে পূর্বেকার বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে ঢোল মিশ্রিত জ্যামিং। সন্ধ্যা সাতটায় শুরু হওয়া এই জ্যাম সেশন শেষ হয় রাত সাড়ে আটটা নাগাদ।

লন্ডন ফিল্ম এন্ড মিউজিক স্কুলের সদস্যরা বাংলাদেশে মিউজিক ও ফিল্মের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এসেছে। এর আগে ২৮ আগস্ট ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে তাদের কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন শেষে পাঠক্রম নির্ধারিত হয় বাংলাদেশের ফিল্মের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। নির্ধারিত কোর্স সমূহ সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করতে পারলে প্রতি বছর ফিল্ম ও মিউজিকের ওপর দুজনকে স্কলারশিপ দেয়া হবে লন্ডনে। এর আগে এই প্রতিষ্ঠান মুম্বাই ও কোলকাতায় একই কার্যক্রম চালু করেছে।

রুহুল তাপস, টিটো রহমান